International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-IV, July 2024, Page No.63-70
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i4.2024.63-70

শিশু সাহিত্যে যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও 'ছোটদের রামায়ণ'

সোমা দে পাল
পি. এইচ. ডি. স্কলার, সিকম স্কিলস্ ইউনিভার্সিটি, বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Literature is purely a medium of self-gratification. Different writers compose their literature in different ways and the reader gets satisfaction from savoring that literature from different perspectives. However, children's literature is a distinct genre of literature, where children's literature authors have to focus on two special aspects.

One – the self-perception of the writer's own childhood life.
Two - Literature should become enjoyable for the child.

Yogindranath Sarkar is one of the founders of children's literature in Bengali literature; Who at the same time made children's literature a means of self-realization for children and enjoyable for children

In 1910, Yogindranath wrote 'Chhotder Ramayana'. Yogindranath Sarkar has sometimes added, condensed, and completely omitted the original story of Krittivasa's Ramayana to make the story of Ramayana more heartwarming for the entertainment of children. How much child-impressive and child-entertaining Yogindranath Sarkar's 'Chotder Ramayana' has become will be clarified through discussion in the following episodes –

A) In terms of geographical identity
B) In mythological context
C) In the context of defining different relationships separately
D) In terms of informing about ancient medicinal plants

Through the explanatory discussion, we can come to the conclusion that Yogindranath has either completely excluded the story from the original Ramayana narrative, partially excluded or narrowed it, and elsewhere expanded or added it. And the only reason for this is to entertain children or give interest in literature to children. And this is how Yogindranath's 'Chotder Ramayana' has become an independent reading of children's literature.

Keywords: Ramayana, Krittivasa's Ramayana, children's literature, Chotder Ramayana, Yogindranath Sarkar.

সাহিত্য সম্পূর্ণরূপে একটি আত্মতৃপ্তিময় উপভোগ্য মাধ্যম। বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্নভাবে তাঁদের সাহিত্য রচনা করেন এবং পাঠক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেই সাহিত্যের রসাস্বাদন করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। তবে শিশু-সাহিত্য সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ধারা, যেখানে শিশু সাহিত্য রচনাকারকে বিশেষ দুটি দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য করতে হয়।

এক – সাহিত্যিকের নিজ শিশু জীবনের আত্ম উপলব্ধি।
দুই – সাহিত্য যেন শিশুর নিকট উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রথম ক্ষেত্রে বলা যায়, সাহিত্যিক যদি নিজ ব্যাক্তি জীবনে আপন প্রাকৃতিক পরিবেশে গাছ-পালা-নদ-নদী-জীব-জন্তু দেখে জীবকুলের বিচিত্রতা উপলব্ধি করতে না পারেন, বাড়ীর পোষ্য বা প্রতিবেশী প্রাণীদের প্রতি টান অনুভব না করেন, আকাশের রামধনু দেখে সেখানে বে - নী - আ - স – হ – ক – লা এর মধ্যে হারিয়ে না যান, নদী-সমুদ্রে যদি ঢেউ গোনার চেষ্টা না করেন,যনাৎ, এক্কা-দোক্কা বা এলাটিং-বিলোটিং খেলার গভীরে প্রবেশ না করেন, বর-বৌ খেলা, পুতুলের বিবাহ প্রদান অথবা ফড়িং এর পিছনে কাঠি প্রবিষ্ঠ না করিয়ে ছুটা ছুটি করেন, নিজে হাতে ঘুড়ি তৈরী করে দুপুরের মাঠে না খেলেন কিম্বা বারান্দার রেলিংগুলোতে ছাত্র ভেবে নিজে শিক্ষকতা না করেন, তবে তাঁর পক্ষে ভবিষ্যতে শিশু সাহিত্যিক হয়ে ওঠা অনেকটাই সম্ভবপর নয়। কারণ এক্ষেত্রে নিজে শিশু জীবনের অন্তর্রীণ গভীরে যদি যেতে না পারেন তবে অপর শিশুকে শিশু জীবনের গভীরে প্রবেশ করাবেন কি করে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলা যায়, যদি সাহিত্য গুরুগম্ভীর হয়, শিশু মনে ছাপ রাখতে না পারে, শিশুকে না পরোক্ষ শিক্ষা না দেয়, শিশুকে না হাসায়, শিশুকে তার মানসিক বিকাশে সাহায্য না করে, শিশুকে না ভাবতে শেখায়; তবে তা কখনই সার্থক শিশু সাহিত্য হয়ে উঠবে না। আমার সন্দর্ভের শিরোনাম যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছোটদের রামায়ণ শিশু সাহিত্যের স্বতন্ত্র পাঠ অর্থাৎ শিশু সাহিত্য হিসেবে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রামায়ণ কিভাবে স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছে, তাই-ই এই সন্দর্ভের আলোচনার বিষয়। এক্ষণে শিশুর সাহিত্য কি - তা উইকিপিডিয়া অনুসরণে বলা যায় - শিশু সাহিত্য হল শিশুদের উপযোগী সাহিত্য। সাধারণত ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের মনস্তত্ত্ব বিবেচনায় রেখে এই সাহিত্য রচনা করা হয়ে থাকে। এই বয়স সীমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক অথচ মনোরঞ্জনমূলক গল্প, ছড়া, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদিকেই সাধারণভাবে শিশু সাহিত্য বলা হয়। আর যারা এই সাহিত্য রচনা করেন তাদের বলা হয় শিশু সাহিত্যিক।

শিশু সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বিশেষ বক্তব্য ভাষাগত সারলতা, চিত্র ও বর্ণের সমাবেশ প্রভৃতি কলাকৌশলগত আঙ্গিক। এছাড়া এখানে থাকে কল্পনা, জ্ঞান - বুদ্ধির উপস্থাপনা, রূপকথা, এডভেঞ্চার আর অতি লৌকিক (যা কল্পনার ডানায় ভর করে গড়ে উঠেছে অর্থাৎ কল্প বাস্তব) গল্প। উক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বলা যায়- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "লোকসাহিত্য" গ্রন্থের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে বলেছেন-
"বহির্জগতের জড় ভাবের শাসনে আমার নিয়ন্ত্রিত: আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্য রূপে দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে তাহাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আপন

মনের মত জিনিস মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মনুষ্যমূর্তির সহিত বস্ত্র খন্ড রচিত খেলনাকেও কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছার রচিত সৃষ্টিকেই সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখে ...... দেশলাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়।" (পৃষ্ঠা ২১)

মূলত: শিশুর শেখার বাস্তবায়নের মূল চাবিকাঠি হল - শিশুকে তার নিজের আরামদায়ক গতি, জ্ঞানের স্তর এবং ক্ষমতায় শেখার উপাদানের মাধ্যমে অগ্রসর হতে দেওয়াই হল স্বতন্ত্র পাঠ। যেহেতু শিশু সততা অনুকরণ প্রিয়। ফলে রামায়ণের পারিবারিক পরিমণ্ডল তাকে দেশ ও রাষ্ট্রগত হয়ে উঠতে শেখায়। পৌরাণিক রামায়ণের বিষয়কে কেন্দ্র করে আধুনিক লেখকগণ রামায়ণ রচনা করেছেন। যেমন-

১/ 'শিশুরঞ্জন রামায়ণ' - নবকুমার ভট্টাচার্য
২/ 'ছোটদের রামায়ণ' - অরুনা হালদার
৩/ 'সীতাহরণ রহস্য' - সমরেশ মজুমদার
৪/ 'রামায়ণ' - হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য
৫/ 'গল্পে রামায়ণ' - মায়া দেবী
৬/ 'ছবিতে রামায়ণ' - সুকমল দাশগুপ্ত
৭/ 'ছবিতে রামায়ণ' - ননীগোপাল আইচ
৮/ 'রাম রাবণের ছড়া' - পূর্ণেন্দু পত্রী
৯/ 'দুষ্টুর রামায়ণ' - পূর্ণেন্দু পত্রী
১০/ 'ছোটদের রামায়ণ' - ননীগোপাল চক্রবর্তী
১১/ 'শিশুভারতী রামায়ণ' - অমিয় ধর
১২/ 'সচিত্র রামায়ণ' - ইন্দ্রনীল ঘোষ
১৩/ 'রামায়ণ' - মাখনলাল চৌধুরী
১৪/ 'ছোটদের রামায়ণ' - অরুণা হালদার
১৫/ 'ক্যাপসুলে রামায়ণ' - বীরেন্দ্র নাথ পাল
১৬/ 'রামায়ণের গল্প' - সন্ধ্যা বারিক
১৭/ 'রামচরিতমানস' - সন্ত তুলসীদাস
১৮/ 'মহীরাবণ' - মীরা উগ্রা
১৯/ 'ছোটদের রামায়ণ' - মধুরম ভূতলিঙ্গন
২০/ 'রামায়ণের গল্প' - অসীমা ভট্টাচার্য
২১/ 'ছড়ায় ছবিতে রামায়ণ' - সরল দে

যেহেতু বিষয়ে রামায়ণের কথা হলেও যোগীন্দ্রনাথের রামায়ণ শিশুদের ক্ষেত্রে কতখানি স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পেরেছে - সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ সতত অনুকরণ প্রিয় ছোটদের জন্য বড়দের রচিত ছোটদের রামায়ণ সৃজনশীলতার নিরিখে ছোটরা অনুসরণ করে, শিক্ষা লাভ করে ও ভাবাদর্শগত প্রজ্ঞা অর্জন করে। এই কারণে রামায়ণ শিশু সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র পাঠ হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যে তেমনি একজন শিশু সাহিত্যের সার্থক ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা হলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মত রামায়ণ শিশু পাঠ্য কাহিনি হয়ে ওঠার ক্রম বিকাশের ইতিহাস বর্তমান। ঊনবিংশ শতকের পূর্ববর্তী বাঙালী জীবনের প্রাচীন ও মধ্যযুগকে শিশুসাহিত্যের আধুনিক যুগ বলা হয়। উক্ত সময় লোককথা রূপকথা, ছাড়া, প্রবাদ প্রভৃতির প্রচলন ছিল সাহিত্যের ক্ষেত্র ভূমিতে। বাংলা শিশু সাহিত্যের বিকাশের দিক থেকে উনিশ শতকের অর্ধেকের বেশি অংশই ছিল প্রস্তুতি পর্ব। লিখিত আকারে বাংলা শিশু সাহিত্যের আবির্ভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ১৮১৮খ্রীঃ বাংলা ভাষায় প্রচারিত প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন'। এই পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষামূলক বিষয়ের পাশাপাশি শিশু সাহিত্যও স্থান পায়। স্থান পায় রামায়ণ কেন্দ্রিক ছোট ছোট গল্প। বর্তমান সমাজে মানুষ বড়ই আমোদ প্রিয়। শিশুরাও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক অধ্যায়নে সীমাবদ্ধ থাকে। সেক্ষেত্রে ছোটদের মধ্যে পুরাণকেন্দ্রিক পুস্তক অধ্যায়ন করার প্রবণতাও কমে গিয়েছে। ফলে পুরানকেন্দ্রিক গল্প-নাটক লেখার প্রবণতা কমেছে লেখদের মধ্যেও। কিন্তু এরই মাঝে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী সুকুমার রায়, লীলা মজুমদার, যোগীন্দ্র নাথ সরকার প্রমুখের রামায়ণ কেন্দ্রীক রচনাও ছোটদের সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পাঠ হয়ে উঠতে পেরেছে।

> "বাংলার মাটিতে এমন একজন মানুষ আন্তত জন্মেছেন, যিনি একান্ত ভাবে ছোটদের লেখক, সেই সব ছোটদের যারা কেঁদে কেঁদে পড়তে শিখেছে, পরে হেসে হেসে বই পড়ে।"[1] বুদ্ধদেব বসু।

- হ্যাঁ আমরা এক্ষণে শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের কথা আলোচনা করব। ১৮৬৬ সালে ২৮ অক্টোবর (বাংলা ১২২৩ সনের ১২ই কার্তিক) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নেতড়াতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের যশোহরে। দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে মানুষ হন তিনি। ব্রাহ্ম ধর্মালম্বী যোগীন্দ্রনাথ দেওঘর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করে কলকাতায় সিটি কলেজে ভর্তি হয়েও প্রথাগত শিক্ষায় আগ্রহী না হওয়ার কারণে তিনি কলেজ জীবন সমাপ্ত করেননি।

আজগুবি ছড়া রচনায় তিনি দক্ষ ছিলেন। বাংলা শিশু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছড়াকার যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অন্যতম সাহিত্যগুণ এই যে তিনি ছবির মাধ্যমে শিশুদের অক্ষর জানাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ফলে ছোটদের মনে তৈরি হয়, এক কল্পনার জগত। পাশাপাশি বিদেশি উদ্ভট ছন্দ ও ছড়ার অনুসরণে 'হাসি রাশি'(১৮৯৯ খ্রি.) নামে একটি সচিত্র বই ও প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর রচিত 'হাসিখুশি' (১৯৯৭খ্রি.) বইটি ও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সকলের পরিচিত - "হারাধনের দশটি ছেলে ঘোরে পড়া ময়"- এই কবি রচিত ৩০ টি ছোটদের গল্প ছড়ার বই রয়েছে। ছোটদের উপযোগী রচনা করেন ২১টি পৌরাণিক বই। উল্লেখ্য ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ 'সিটি বুক সোসাইটি' নামে একখানি প্রকাশনার সংস্থা স্থাপন করেন; সেখান থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ' প্রকাশিত হয়।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে যোগীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'ছোটদের রামায়ণ'। যোগীন্দ্রনাথ সরকার ছোটদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রামায়ণের কাহিনীকে আরও হৃদয়গ্রাহী করার জন্য কৃত্তিবাসের রামায়ণের মূল কাহিনীকে কোথাও সংযোজন করেছেন, কোথাও সংকুচিত করেছেন, কোথাও আবার পূর্ণ বর্জন করেছেন। এক্ষণে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ' কতখানি শিশু চিত্তাকর্ষময় ও শিশু মনোরঞ্জনময় হয়ে উঠেছে তা নিম্নে কয়েকটি পর্বে আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করা হবে –

---

[1] বসু, বুদ্ধদেব, প্রবন্ধ সংকলন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা : ২২

ক) ভৌগোলিক পরিচয়ের দিক থেকে
খ) পৌরাণিক প্রাসঙ্গিকতায়
গ) বিভিন্ন সম্পর্ককে আলাদাভাবে বোঝানোর প্রেক্ষাপটে
ঘ) প্রাচীন ওষধি গাছ সম্পর্কে অবগত করার পরিপ্রেক্ষিতে

ক) ভৌগোলিক পরিচয়ের দিক থেকে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ'- যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সাহিত্য রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশু চিত্ত আকর্ষণ। সে কারণে তিনি তার রচনায় বিভিন্ন প্রেক্ষিতের দিক থেকে শিশু মনোরঞ্জনময় করে তুলেছেন। যেমন -ভৌগোলিক দিক থেকে।

আসলে শিশু মনের ব্যপ্তী শুধু প্রসারী। তাদের যেমন একদিকে গল্পের রাজপুত্র রাজকন্যার প্রতি আগ্রহ আছে, তেমনি আমাদের দেশের ভৌগোলিক পরিসীমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গল্পের ছলে বর্ণনা দেওয়াও গল্পকারের কর্তব্য। তেমনি ছোটদের রামায়ণ এর প্রথম অধ্যায় 'আদিকাণ্ড' - এ রাজা দশরথ ও তার রাজ্যের পরিচয় দিয়েছেন লেখক –

"সে অনেক দিনের কথা, অযোধ্যায় দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি যেমনই বীর, তেমনই সাধু ও সত্যবাদী। তার রাজধানী অযোধ্যা দৈর্ঘ্য প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ এবং প্রস্থেও দশ-বারো ক্রোশের কম ছিল না। এত বড়ো রাজধানীর সমস্তটাই উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। এই দেওয়ালের ওপরে সারি সারি অস্ত্র সাজানো থাকত। আর তার বাইরে চারপাশ ঘিরে গভীর খাত। শত্রুর সাধ্য কি যে অযোধ্যার কাছে আসে!... রাজপথের দুই ধারে ফুলের গাছ স্থানে স্থানে মনোহর উদ্যান,পুষ্করিনী,সভাগৃহ ও দেবালয় প্রভৃতি। প্রায় সব স্থানেই নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ সারি সারি দোকান। এ ছাড়া অযোধ্যার সৌন্দর্য বাড়াতে আরো কত কি যে ছিল তা বলে শেষ করা যায় না"।[২]

-অর্থাৎ লেখক যেমন সহজ ও সুন্দরভাবে রাজা দশরথের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি অযোধ্যা নগরীর প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক পরিচয়কে স্পষ্ট করেছেন শিশুদের নিকট। লেখনীর স্বল্প আঁচড়ে কল্পলোকও যেন বাস্তবতা পেয়েছে এখানে।

খ / পৌরাণিক প্রাসঙ্গিকতায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ'- শিশু মন সর্বদাই কল্পনা প্রবন। এই মনে বিচরণ করে কল্পলোকের ব্যাঙ্গমা - ব্যাঙ্গমী। কোনো ঘটনার পিছনের পটভূমি তাকে আকর্ষণ করে, জানার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। 'বাল্মিকী রামায়ণ' রামায়ণ কেন্দ্রিক হলেও সেখানে ছোট ছোট ঘটনার পটভূমিতে যে পৌরাণিক গল্প রয়েছে তা লেখা উল্লেখ করেছেন। ফলে গ্রন্থটি অনেক বেশি শিশু মনোরঞ্জনময় হয়ে উঠেছে। যেমন- প্রথম অধ্যায়ের ' আদিকাণ্ড '- এ বিশ্বামিত্রের যোগ্য শেষ হলে তিনি রাম - লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার রাজা জনকের যজ্ঞ দেখতে যাওয়ার পথে পুরাতন আশ্রম দেখতে পান । এই পুরাতন আশ্রমের প্রেক্ষাপট হিসেবে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে পৌরাণিক গল্প শুনিয়েছেন -

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'মুনিবর, এ আশ্রমটি কার?' বিশ্বামিত্র বললেন, ' রাম, এটা গৌতম মুনির আশ্রম। এখন কিন্তু গৌতম এখানে থাকে না তার পত্নী অহল্যা একটা অপরাধ করেছিলেন, তাই মুনি তাকে ত্যাগ করে কৈলাস পর্বতে চলে গেছেন। তিনি পত্নীকে এই শাপ দিয়েছেন,' তুই এখানে পাথর হয়ে পড়ে থাক, কেউ তোকে দেখতে পাবে না, বাতাস ভিন্ন কিছু খেতেও পাবি না। বহুকাল পরে দশরথের পুত্র রাম

[২] সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, পৃষ্ঠা : ৫

এখানে আসবেন; তখন তার পূজা করিস, তাহলেই তুই সাপ হতে মুক্ত হবি।' এখন রাম, তুমি এসেছ। চলো, একবার রহল্যা কে দেখে যাবে'।[৩]

- অর্থাৎ সংক্ষেপে যোগীনাথ অহল্যার পৌরাণিক তথ্য সহজ ও সরল ভাষায় উপস্থিত করেছেন ছোটদের নিকট - যা অতীব আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । পুরাণকেন্দ্রিক বিষয় যেন বাস্তবের মাটিতে ধরা দিয়েছে ।

গ / বিভিন্ন সম্পর্ককে আলাদাভাবে বোঝানোর প্রেক্ষাপটে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ'- প্রতিটি শিশুই নানা পারিবারিক মহলে বেড়ে ওঠে সেই সকল পরিবারের একদিকে যেমন থাকে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কৃত্রিমাতৃ স্নেহের সম্পর্ক গুরুজনদের প্রতি সম্মানের সম্পর্ক। তেমনি নানা সম্পর্কের আবাহন ঘটেছে যোগীন্দ্র নাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ'- এ। যেমন প্রথম অধ্যায় 'আদি কাণ্ড'- এ দশরথ পুত্রদের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের চিত্র ফুটে উঠেছে-

তাদের ভাইয়ের ভালোবাসার কথা শুনলেও আশ্চর্য হতে হয়। চার ভাইয়ের মধ্যে পরস্পর এমনই ভালোবাসা জন্মেছিল যে, তাঁরা কেউ কাউকে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকতে পারতেন না।এর মধ্যে আবার রামের সঙ্গে লক্ষণের এবং ভারতের সঙ্গে শত্রুঘ্নের যেরকম ভালোবাসা জন্মেছিল,সেরকম প্রায় দেখা যায় না।[৪]

দ্বিতীয় কান্ড 'অযোধ্যা কান্ড' - এ কুব্জী বুড়ি কৈকেয়ীর দাসী মন্থরার পরামর্শে কৈকেয়ী যখন পূর্বের বর হিসাবে রামচন্দ্রের চোদ্দো বছর বনবাস ও ভারতের রাজ অভিষেক দাবি করেন। ফলে দশরথের মূর্ছামান অবস্থা হয়। এই সময়ে পিতৃ বৎসল রামচন্দ্রের অভিব্যক্তি- "রাম বললেন,' পিতা, আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? আপনার সত্যরক্ষার জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে পারি; রাজ্য তো কোন ছার! আর প্রাণের ভাই ভরত রাজা হবে, এতেই বা আমার কষ্টের কারণ কী ?আপনি দুঃখ করবেন না, আমি এখনই বনে যাচ্ছি।' এই বলে পিতার ও বিমাতা কইকেই চরণ বন্দনা করে রাম সেই গৃহ থেকে বের হলেন।"[৫]

ঘ/প্রাচীন ওষুধই গাছ সম্পর্কে অবগত করার প্রেক্ষিতে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'ছোটদের রামায়ণ'- প্রাচীনকালে নানা ব্যাধির থেকে মুক্তি পেতে মানুষ বিভিন্ন প্রকার ওষধি গাছের উপর ছিল নির্ভরশীল। রোগ মুক্তির ক্ষেত্রে নানা ওষধি বেশ কার্যকরীও ছিল । বর্তমানকালের ন্যায় ঔষধী গাছের বিভিন্ন অংশ ছিল রোগ মুক্তির মূল উপায় ও পথ। 'লঙ্কাকাণ্ড' - এ রাম লক্ষ্মণ ও রাক্ষস ফুলের যুদ্ধের কালে যখন ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে আহত করে তখন এমনি সব ঔষধি গাছের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। বিষয়টি ছিল এমন -

"তারপর ইন্দ্রজিৎ এবার এল এবং আগের মতো চোরা বাণে রাম - লক্ষ্মণকে এমন কঠিন আঘাত করল যে, দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। বানর মহলে আবার শোকের রোল উঠল।সুগ্রীব,অঙ্গদ, বিভীষণ সকলই খুব ভয় পেলেন। কিন্তু জাম্ববান কিছু মাত্র অস্থির না হয়ে হনুমানকে বুঝিয়ে বলল, বাপু শুধু শুধু কেঁদে ফল কী ?তুমি এখনই ওষুধের জন্য যাও। হিমালয় পার হলেই সম্মুখে ঋষভ পর্বত দেখবে।তারপর কৈলাস পর্বত।সেই ঋষভ আর কৈলাসের মাঝখানে 'বিশল্যকরণী', 'মৃতসঞ্জীবনী', 'সুবর্ণকরণী' ও 'সন্ধানী ' এই চার

[৩] সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, পৃষ্ঠা : ৯

[৪] সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, পৃষ্ঠা : ৮

৫.সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, পৃষ্ঠা : ১৫

রকম ঔষুধের গাছ আছে। সেই সকল ওষুধেই রাম - লক্ষ্মণ বেঁচে উঠবেন। যাও বাপু, শীঘ্র গিয়ে ওষুধগুলো নিয়ে এসো।"[৬]

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, মূল রামায়ণ আখ্যান থেকে যোগীন্দ্রনাথ কোথাও কাহিনীকে পূর্ণ বর্জন, কোথাও আংশিক বর্জন বা সংকুচিত করেছেন,আবার কোথাও বা প্রসারিত বা সংযোজিত করেছেন। আর এর একটাই কারণ হলো শিশু মনোরঞ্জন বা শিশু মনে সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রদান। আর এইভাবেই যোগীন্দ্রনাথের 'ছোটদের রামায়ণ' শিশু সাহিত্য এক স্বতন্ত্র পাঠ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি, শিশু পাঠ্য রামায়ণ কাহিনি মূলক গ্রন্থে উনবিংশ শতকের যুগ-বৈশিস্ট্য অনুযায়ী অনেকক্ষেত্রে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রশ্রয় পেয়েছে। ফলত রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে অবতার বা ভগবানের আসনে বসানো হয়েছে। এক্ষেত্রে সংস্কারপন্থী আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় বিংশ শতকের গ্রন্থগুলিতে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে অভিন্ন হৃদয় পারিবারিক সুহৃদ রূপে তুলে ধরার যে মানবিক আয়োজন বিষয়টি বিংশশতকের শেষ থেকে পরিস্ফুট হয়। এই ভাবে শিশু পাঠকের কাছে রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হিসাবে তুলে ধরার যে মানসিকতা রচিয়তাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল তা আধুনিক যুগ বৈশিষ্টের প্রমাণ দেয়। আর এইভাবেই পরিবর্তনের পথ বেয়ে বিনির্মান করেছেন বাংলা শিশু পাঠ্য রামায়ণ কাহিনি।

পাশাপাশি 'ছোটদের রামায়ণ শিশু সাহিত্যে স্বতন্ত্র পাঠ'-অন্বেষণে প্রাচীন ভারতীয় মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত ও ছোটদের পাঠ্য উপযোগী বিনির্মান বলা যায়। মূল উপজীব্য বিষয় যদিও রামায়ণ এবং তা ছোটদের জন্য, সঙ্গতকারণে রামায়ণের ('রামায়ণ পাঁচালী') যা রামচন্দ্রের জন্মের বহু শতাব্দী বছর পূর্বে রচিত। ত্রেতা যুগে রামচন্দ্রের সম্ভবামী আবির্ভাব অবতার কল্প হিসাবে। ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনায় অবতার পুরুষ মানুষ হয়ে মানুষের মধ্যে মানুষের মতন হন। ফলে মানুষের যাবতীয় দোষ- গুণ-ত্রুটি-বিচুত্যি সবই তার মধ্যে লক্ষিত হয়। যে শিশু সাহিত্যিক নির্মাতাগণ রামায়ণের প্রেক্ষাপটে শিশুদের মনোরঞ্জনের কারণে রচনা করেন স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের মধ্যেও মানবাতিত ঐশীলীলা প্রদর্শিত হয় তার মাধ্যমে শিশুদের মাত্র মনোরঞ্জন নয় একই সঙ্গে লোকায়িত জনজীবনে তার অভিমূখ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। তখন শিশু পাঠ্য হলেও বড়রা রস্বাস্বাদন করেন। প্রসঙ্গত বলা ভালো যে শিশু সাহিত্য কখনই শিশুগণ রচনা করেন না, করার কথা নয়ও। তারা স্বতোত অনুকরণ প্রিয়। যেকারনে বড়োদের রচিত ছোটদের রামায়ণ সৃজনশীলতার নিরিখে ছোটরা অনুসরণ করে, শিক্ষা লাভ করে ও ভাবদর্শগত প্রজ্ঞা অর্জন করে। এই কারণেই ছোটদের রামায়ণ বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র পাঠ হয়ে উঠতে পেরেছে। সব শেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ''লোক সাহিত্য'' গ্রন্থের 'ছেলে ভুলানো ছড়া: ২' প্রবন্ধের বক্তব্যে দিয়ে বলা যায় – ''আমাদের অলংকার শাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রস পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোন রসের অন্তর্গত নহে। সদ্য: কর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয় অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদ্লকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপজল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ণ আদিমতা আছে, ছেলে ভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে ,তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তি সঙ্গতিহীন।''

৬.সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, ছোটদের রামায়ণ, পৃষ্ঠা : ৩৮

গ্রন্থপঞ্জী:

১। বসু, বুদ্ধদেব, *প্রবন্ধ সংকলন প্রথম খন্ড*। কলকাতাঃ নবার্ক, ১৯৫৯
২। সরকার, যোগীন্দ্রনাথ, *ছোটদের রামায়ণ*। কলকাতাঃ শিশু সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ ২০১২
৩। মজুমদার, লীলা, *উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী*। কলকাতাঃ এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, ২৫ তম সংস্করণ ১৯৯৭
৪। বসু, রাজশেখর (সারানুদিত), *বাল্মীকি রামায়ণ,* কলকাতাঃ এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪১৮
৫। ভট্টাচার্য, হেমেচন্দ্র (অনুবাদিত), *বাল্মীকি রামায়ণ,* কলকাতাঃ ভারবি, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭
৬। বসু, রাজশেখর(সারানুদিত), *কৃষ্ণদৈপাইয়ন ব্যাস কৃত মহাভারত*। কলকাতাঃ এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাভেট প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্দশ মুদ্রণ ১৪২০,
৭। সুমন্ত, বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান অনুষ্টুব- ২ এর ই কলকাতাঃ
৮। শিবাজী, বন্দোপাধ্যায়, *গোপাল রাখাল দ্বন্দ্ব কারিগর,* কলকাতাঃ ২০১৩